[২০১৯] ৬ এস. সি. আর. ২২৫

অনিল কুমার আনন্দ

বনাম

গ্রাহক কমিশন (প্রতিরোধ)

(২০১৮ সালের ৩১৩৮ নং দেওয়ানি আপিল)

২২, এপ্রিল, ২০১৯

[সঞ্জয় কিষাণ কৌল এবং হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতিদ্বয়]

কাস্টমস আইন, ১৯৬২ – ধারা ২৮ – কাস্টমস মূল্যায়ন (আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) বিধি, ২০০৭ – বিধি ৩ থেকে ৫, ৭ এবং ৯ – আবেদনকারী ছিলেন বৈদ্যুতিক সজ্জাসংক্রান্ত আলোক সরঞ্জামের নিয়মিত আমদানিকারক এবং এই ধরনের আমদানি প্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিক সজ্জাসংক্রান্ত আলোক সরঞ্জাম ছাড়ের জন্য একটি বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করেছিলেন – শুল্ক করের উদ্দেশ্যে পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্য তদন্ত শুরু হয়েছিল – আইনের ধারা ২৮ অনুসারে একটি কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়েছিল এই মর্মে যে আবেদনকারী আমদানিকৃত পণ্যের ব্র্যান্ড ঘোষণা করেননি এবং তিনি যুক্তরাজ্যের এম/এস 'আইএল' লিমিটেড নামে তার সম্পর্কিত পক্ষ থেকে পণ্য আমদানি করে সেগুলির মূল্য কমিয়ে শুল্ক কর এড়ানোর উদ্দেশ্য করেছিলেন – যার ফলে, বিধি ৭ এবং ৯ এর অধীনে কর্তৃপক্ষের দ্বারা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রতিকূল আদেশ জারি করা হয়েছিল – আবেদনকারীরা দাবি করেছিলেন যে বিধিগুলির প্রকল্প যথাযথভাবে বোঝা হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা প্রয়োগ করেনি – স্থির: যদিও আমদানিগুলি 'দিয়াস' এবং 'ম্যানট্রা' ব্র্যান্ড নামের অধীনে ছিল, তবুও এগুলি এমন ধরনের ট্রেডমার্ক ছিল না যা সেগুলিকে একটি একচেটিয়া পণ্য করে তোলে এবং ট্রেডমার্ক সুরক্ষা বোঝার ক্ষেত্রে কিছু মিশ্রণ ঘটেছিল, কারণ এটি 'পেটেন্টযুক্ত পণ্য'-এর সাথে তুলনা করা হয়েছিল – অতএব, যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত অভিন্ন পণ্য বা অনুরূপ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য ডেটা উপলব্ধ ছিল, যা ব্যবহার করা যেতে পারত – স্ট্যাটুটরি বিধিগুলি প্রয়োগের পদ্ধতিতে একটি মৌলিক ভুল সংঘটিত হয়েছিল – একবার স্ট্যাটুটরি বিধি প্রযোজ্য হলে এবং ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নের বিধান প্রদান করলে, মূল্যায়নকারী কর্তৃপক্ষের কোনো বিকল্প থাকে না কিন্তু সেই বিধিগুলি সেই ক্রমানুসারে মেনে চলতে হয় – এই মামলার প্রেক্ষিতে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিধি ৩ থেকে ৫ উপেক্ষা করেছেন এবং 'ক্রমিকভাবে' এগিয়ে যাননি – বিধি ৩-এর উপবিধি (৪) প্রদান করে যে বিধিগুলি ক্রমিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, অর্থাৎ, বিধি ৩ থেকে ৫ প্রথমে সম্পন্ন করতে হবে এবং শুধুমাত্র বিধিগুলি প্রয়োগ করতে অক্ষম হলে, মূল্যায়নকারী কর্তৃপক্ষ বিধি ৭ থেকে ৯ কার্যকর করবেন – অতএব, মামলাটি কাস্টমসের প্রধান কমিশনারের কাছে পুনরায় পাঠানো হলো নতুনভাবে প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

স্থিরঃ ১. প্রকৃতপক্ষে, কারণ দর্শানোর নোটিশের জন্য দুটি ভিত্তি ছিলঃ

(ক) আবেদনকারী জেনেশুনে আমদানিকৃত পণ্যের ব্র্যান্ড ঘোষণা করেননি এবং শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে সেটিকে অবমূল্যায়ন করেছেন;

(খ) আবেদনকারী তার সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছ থেকে ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্য আমদানি করেছিলেন এবং শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার জন্য সেটিকে অবমূল্যায়ন করেছিলেন। [অনুচ্ছেদ ২] [২২৯-সি-ডি]

২. বিধি প্রসঙ্গে, আবেদনকারীর জমা দেওয়া বক্তব্য হল যে বর্তমান মামলার প্রকৃত ম্যাট্রিক্স দেখায় যে একুশটি চালান (সরাসরি প্রশ্নযুক্ত একটি সহ) একটি উৎস থেকে আমদানি করা হয়নি, বরং তিনটি ভিন্ন উৎস থেকে আমদানি করা হয়েছিল। তিনটি ভিন্ন উৎসের মধ্যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি করা মেসার্স 'আইএল' লিমিটেড থেকে, সংশ্লিষ্ট পক্ষের আমদানি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। যদিও এটি আপিলকারীদের দ্বারা বিতর্কিত হতে চাওয়া হয়েছে, তবে এটি সঠিক বলে ধরে নেওয়া হলেও, যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে চীন এবং স্পেন থেকে অন্য দুটি উৎস থেকে আমদানি করা হয়েছিল। এই সরবরাহকারীদের সম্পর্কিত পক্ষ হিসাবে পাওয়া যায় না। সুতরাং, দূরত্ব বা অন্য কোনও পরামিতিগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় সহ এই দুটি উত্স থেকে মূল্য নির্ধারণ সর্বদা সকলের জন্য লেনদেনের মূল্য হিসাবে নেওয়া যেতে পারে-একুশটি চালানের অংশ হিসাবে পণ্যগুলি। [অনুচ্ছেদ ১২] [২৩৫-জি-এইচ; ২৩৬-এ-বি]

৩. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় দিক সম্পর্কে আরও একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, ১. পণ্যসম্ভারের সঙ্গে সম্পর্কিত 'দিয়াস' এবং 'এমআন্ট্রা' ব্র্যান্ডের অ-ঘোষণা-প্রশ্ন ছিল যে ব্র্যান্ডগুলি মূল্যের পার্থক্য করার জন্য এতটা সুপরিচিত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, চীন থেকে আমদানির জন্য, 'দিয়াস' ব্র্যান্ডটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। শারীরিক যাচাইয়ের পরে পণ্যসম্ভারগুলি সাফ করা হয়েছিল। কার্যত, আবেদনটি ছিল যে দুটি ব্র্যান্ড সত্যিই কোনও অভ্যন্তরীণ বাজার মূল্য আকর্ষণ করে না। [অনুচ্ছেদ ১৩] [২৩৬-সি]

৪. এটি একটি আবেদন যে/বিধিগুলির ক্রমিক প্রয়োগের জন্য, পরবর্তী বিধিগুলিতে এগিয়ে যাওয়ার আগে বিধি ৩ থেকে ৫ অনুসারে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন ছিল এবং এটি এমন কোনও ক্ষেত্রে নয় যেখানে বিধি ৩ থেকে ৫ এর অধীনে মূল্যায়ন সম্ভব ছিল না। [অনুচ্ছেদ ১৪] [২৩৬-ডি]

৫. প্রথমে এই বিষয়টি মাথায় রাখা যে বৈদ্যুতিক আলংকারিক লাইটিং সাধারণত উচ্চ ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্য নয়, ব্যতিক্রম ছাড়া। মনে হয় যে যদিও আমদানি 'দিয়াস' এবং 'এমআন্ট্রা' ব্র্যান্ড নামে করা হত, তবুও এগুলি এমন প্রকৃতির ট্রেডমার্ক ছিল না যা এগুলিকে একচেটিয়া পণ্য করে তুলবে। এটিও প্রতীয়মান হয় যে ট্রেডমার্ক সুরক্ষার বোঝার ক্ষেত্রে কিছু মিশ্রণ হয়েছে, কারণ এটি 'পেটেন্টযুক্ত পণ্য'-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং, ডেটা অবশ্যই উপলব্ধ ছিল, যা যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি করার জন্য মূল্য পেতে ব্যবহার করা যেতে পারে, অভিন্ন পণ্য বা অনুরূপ পণ্য। [অনুচ্ছেদ ১৮]। [২৩৭-এ-বি]

৬. হাস্যকর হল যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি মনে করত যে এগুলি এমন পণ্য যেখানে ট্রেডমার্কের গুরুত্ব রয়েছে, তবে একই ট্রেডমার্কের অধীনে বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি উপেক্ষা করা যেত না, যেখানে কোনও সম্পর্কিত পক্ষ ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই, যে দূরত্ব থেকে আমদানি করা হয়েছিল তার জন্য বা বিধি ৩ থেকে ৫-এ বর্ণিত পণ্যের আকারের জন্য সামঞ্জস্য করতে হত। নিয়ম ৭ থেকে ৯-এর উপর নির্ভর করে লেনদেনের মূল্য নির্ধারণের জন্য সরাসরি এগিয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ ছিল না। কোনও সন্দেহ নেই যে ক্রমানুসারে প্রয়োগের এই নীতিটি প্রযোজ্য হবে, বিশেষত বিধি ৩-এর উপ-বিধি (৪)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে বলা হয়েছে যে বিধিগুলির ক্রমানুসারে বাস্তবায়ন করতে হবে, বিধি ৩ থেকে ৫এস-কে প্রথমে শেষ করতে হবে এবং কেবলমাত্র বিধিগুলি প্রয়োগ করতে অক্ষমতার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ বিধি ৭ থেকে ৯ আরোপ করতে এগিয়ে যাবে। [অনুচ্ছেদ ১৯] [২৩৭-সি-ই]

৭. উপরোক্ত আলোচনার ফলাফল হল, নতুন দিল্লির শুল্ক বিভাগের প্রধান কমিশনারের (প্রতিরোধমূলক) ৩০.৩.২০১৭ তারিখের আদেশ এবং সেইসাথে সি ই এস টি এ টি-এর ৬.১১.২০১৭ তারিখের আদেশ উভয়ই বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ, এবং বিষয়টি শুল্ক বিভাগের প্রধান কমিশনারের (প্রতিরোধমূলক) কাছে নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ফেরত পাঠানো হয় এবং এইভাবে, এটি ৩ থেকে ৫ নং বিধি যা আমাদের নির্দেশ করে।

প্রথমে প্রয়োগ করতে হবে, কারণ নিয়মগুলি "ক্রমানুসারে" প্রয়োগ করার জন্য এটি সরবরাহ করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ২২] [২৩৮-এফ-জি]

কাস্টমস কালেক্টর, বোম্বে বনাম সোয়াস্টিক উলেনস (পি) লিমিটেড এবং অন্যান্য ১৯৮৮ সম্পূরক এস. সি. সি ৭৯৬-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন প্রসঙ্গ

১৯৮৮ সম্পূরক. এস. সি. সি ৭৯৬ উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ২০

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ দেওয়ানী আপিল নং ৩১৩৮ অফ ২০১৮ উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১৭ সালের শুল্ক আপিল নং ৫১১১৭-এ নতুন দিল্লির শুল্ক, আবগারি ও পরিষেবা কর আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় এবং চূড়ান্ত আদেশ নং ৫৭৬৫০/২০১৭ তারিখ ০৬.১১.২০১৭ থেকে।

২০১৮ সালের ৩১৩৯,৩১৪০ নম্বর দেওয়ানি আপিল সহ।

ভি. লক্ষ্মীকুমারন, এল. চরণ্যা, আদিত্য ভট্টাচার্য, মনীশ রাস্তোগি, ভিক্টর দাস, মিসেস অপেক্ষা মেহতা, পুনিত দত্ত ত্যাগী, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

কে. রাধাকৃষ্ণ, প্রবীণ আইনজীবী, মিসেস অরুণা গুপ্তা, মিসেস স্বাতী ঘিল্‌দয়াল (মিস্টার বি. কৃষ্ণ প্রসাদের পক্ষে), উত্তরদাতার পক্ষে, আইনজীবীগণ।

আদালতের রায় দিয়েছেন **সঞ্জয় কিষাণ কৌল, বিচারপতি।**

১. সিএ নং, ৩১৪০/২০১৮, মেসার্স দিয়াস মন্ত্র লাইটিং প্রাইভেট লিমিটেডের আবেদনকারী এবং তার পরিচালকরা, নতুন দিল্লির প্রধান শুল্ক কমিশনার (প্রতিরোধমূলক)-এর বিতর্কিত পি আদেশের পাশাপাশি শুল্ক, আবগারি ও পরিষেবা কর আপিল ট্রাইব্যুনালের (সংক্ষেপে 'সিইএসটিএটি?') ৬.১১.২০১৭-এর আদেশে, আবেদন খারিজ করে এবং মূল কর্তৃপক্ষের আদেশকে বহাল রেখে, ডিসেম্বর, ২০১২ থেকে জানুয়ারী, ২০১৫ পর্যন্ত সময়ের জন্য ২১ নম্বর আবেদনকারীর আমদানি পণ্যের পুনর্মূল্যায়ন করে ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

২. আবেদনকারীকে বৈদ্যুতিক আলংকারিক আলোর নিয়মিত আমদানিকারক বলা হয় এবং এই ধরনের আমদানির প্রক্রিয়ায়, বৈদ্যুতিক আলংকারিক আলোর ছাড়পত্রের জন্য নতুন দিল্লির তুঘলকাবাদের আই. সি. ডি-তে, ২১/০১/২০১৫ তারিখে একটি প্রবেশপত্র দাখিল করা হয়। এই আমদানি চালানগুলি ছিল

ব্র্যান্ড নাম 'দিয়া' এবং 'এমআন্ট্রা', এবং তদন্তটি শুল্ক শুল্কের উদ্দেশ্যে পণ্যগুলির সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য এগিয়ে যায়। তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, শুল্ক আইন, ১৯৬২ (এরপরে 'উক্ত আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর বিধানগুলির অধীনে পণ্য বাজেয়াপ্ত এবং জরিমানা আরোপের প্রস্তাব ছাড়াও বর্তমান আমদানি চালান, পাশাপাশি পূর্বোক্ত উইন্ডোর মধ্যে অতীতের চালানগুলির পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর অধীনে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছিল, যা আরোপিত শুল্ক পুনরুদ্ধারের জন্য বা শর্ট-লেভিড বা ভুলভাবে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করে, যোগসাজশ বা কোনও ইচ্ছাকৃত ভুল বিবৃতি বা তথ্য দমন ছাড়া অন্য কোনও কারণে। প্রকৃতপক্ষে, কারণ দর্শানোর নোটিশের জন্য আসলে দুটি ভিত্তি ছিলঃ

(ক) আবেদনকারী জেনেশুনে আমদানিকৃত পণ্যের ব্র্যান্ড ঘোষণা করেননি এবং শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে সেটিকে অবমূল্যায়ন করেছেন;

(খ) যে আপিলকারী তার সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছ থেকে ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্য আমদানি করেছিলেন এবং শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার জন্য তার মূল্য কমিয়ে দিয়েছিলেন।

৩. উল্লিখিত কার্যধারার ফলে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপিলকারীর বিরুদ্ধে একটি বিরূপ আদেশ জারি করা হয়, যার ফলে সংশ্লিষ্ট পণ্যের জন্য প্রায় ৯.৫৩ লক্ষ টাকা এবং পূর্ববর্তী পণ্যের জন্য প্রায় ১.২৩ কোটি টাকার পার্থক্য শুল্ক আরোপ করা হয়। পণ্যগুলি বাজেয়াপ্ত করার জন্য বৈধ রাখা হয়েছিল এবং আপিলকারীর পরিচালকদের উপর ১৩ লক্ষ টাকা জরিমানা সহ মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল (সিএ নং, ৩১৩৮/২০১৮ এবং সিএ নং, ৩১৩৯/২০১৮-এ আপিলকারীরা)। আদেশের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পণ্যের মূল্যায়ন শুল্ক মূল্যায়ন (আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০০৭-এর বিধি ৭ এবং বিধি ৯-এর অধীনে করা হয়েছিল (এরপরে-'উল্লিখিত বিধি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। এটি মূল্যায়নের এই পদ্ধতি যা আবেদনকারীরা এই যুক্তির ভিত্তিতে আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন যে বিধিগুলির পরিকল্পনাটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়নি। বিধিগুলির প্রসঙ্গে আবেদনকারীদের যুক্তি উপলব্ধি করার জন্য, আমরা বিধিগুলির পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে এগিয়ে যাই।

৪. প্রথমে নিয়ম ২-এর অধীনে সংজ্ঞার ধারাগুলি উল্লেখ করা উপযুক্ত, যেখানে 'অভিন্ন পণ্য' এবং 'অনুরূপ পণ্য' অভিব্যক্তিগুলি নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

২, সংজ্ঞা-

(১) এই নিয়মগুলিতে, যদি প্রসঙ্গটি অন্যথায় প্রয়োজন না করে,-

(ঘ) "অভিন্ন পণ্য" মানে আমদানিকৃত পণ্য-

(i) যা সমস্ত দিক থেকে একই, যার মধ্যে রয়েছে বস্তুগত বৈশিষ্ট্য, গুণমান এবং মূল্য হিসাবে সুনাম, তবে চেহারার সামান্য পার্থক্য যা পণ্যের মূল্যকে প্রভাবিত করে না;

(ii) যে দেশে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল সেই দেশে উৎপাদিত হয়েছিল; এবং

(iii) যে ব্যক্তি পণ্য উৎপাদন করেছেন, অথবা যেখানে এই ধরনের পণ্য পাওয়া যায় না, সেই একই ব্যক্তির দ্বারা উৎপাদিত পণ্য অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা উৎপাদিত পণ্য, তবে আমদানি করা পণ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে না যেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং, উন্নয়নমূলক কাজ, শিল্পকর্ম, নকশা কাজ, পরিকল্পনা বা স্কেচ ভারতে গ্রহণ করা হয়েছিল যেখানে ক্রেতা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে এই আমদানি করা পণ্যগুলিতে বিনামূল্যে বা এই আমদানি করা পণ্যগুলির রফতানির জন্য উত্পাদন ও বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যবহারের জন্য হ্রাসকৃত ব্যয়ে সম্পন্ন করেছিলেন।

২. সংজ্ঞাঃ-

(১) এই নিয়মাবলীতে, যদি না প্রেক্ষাপটে অন্যরকম প্রয়োজন হয়,-

XXXXX

(চ) "সদৃশ পণ্য" বলতে বোঝায় আমদানিকৃত পণ্য –

(i) যা যদিও সকল ক্ষেত্রে একইরকম নয়, তবে একই ধরণের বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান উপাদান রয়েছে যা সেগুলিকে একই কার্য সম্পাদন করতে এবং গুণমান, সুনাম এবং ট্রেডমার্কের অস্তিত্ব বিবেচনা করে মূল্যায়নযোগ্য পণ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিকভাবে বিনিময়যোগ্য করে তোলে;

(ii) যে দেশে মূল্যায়নযোগ্য পণ্য উৎপাদিত হয়েছিল, সেখানেই উৎপাদিত হয়েছে;

(iii) একই ব্যক্তি দ্বারা উত্পাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে, বা যেখানে এই জাতীয় পণ্য পাওয়া যায় না, অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা উত্পাদিত পণ্য, তবে আমদানি করা পণ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করবে না যেখানে প্রকৌশল, উন্নয়নমূলক কাজ, শিল্পকর্ম, নকশা কাজ, পরিকল্পনা বা

ভারতে গৃহীত স্কেচগুলি ক্রেতার দ্বারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে এই আমদানিকৃত পণ্যগুলিতে বিনামূল্যে বা এই আমদানিকৃত পণ্যগুলির রফতানির জন্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য কম খরচে সম্পন্ন করা হয়েছিল;

৫. নিয়ম ৩-এ আমদানি করা পণ্যের মূল্যকে নিয়ম ১০-এর বিধান অনুযায়ী লেনদেনের মূল্য হিসাবে সামঞ্জস্য করার বিধান রয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রে যেমন অভিযোগ করা হয়েছে, যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে লেনদেনের মূল্য গ্রহণ করা যেতে পারে যদি সম্পর্কটি মূল্যকে প্রভাবিত না করে। আমরা প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতাংশগুলি নিম্নরূপ পুনরুত্পাদন করিঃ

৩, মূল্যায়নের পদ্ধতি নির্ধারণঃ-

XXX XXX XXX XXXX

(৩) (ক) ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক থাকলে লেনদেনের মূল্য গ্রহণ করা হবে, তবে শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্য বিক্রির পরিস্থিতি পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে, সম্পর্কটি মূল্যকে প্রভাবিত করেনি,

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিক্রির ক্ষেত্রে, লেনদেনের মূল্য গ্রহণ করা হবে, যখনই আমদানিকারক দেখাবেন যে পণ্যের ঘোষিত মূল্য একই সময়ে বা প্রায় একই সময়ে নির্ধারিত নিম্নলিখিত মূল্যগুলির মধ্যে একটির কাছাকাছি হবে।

(i) ভারতে সম্পর্কহীন ক্রেতাদের কাছে বিক্রির ক্ষেত্রে অভিন্ন পণ্য বা অনুরূপ পণ্যের লেনদেনের মূল্য;

(ii) অভিন্ন পণ্য বা অনুরূপ পণ্যের জন্য অবরোহী মূল্য;

(iii) অভিন্ন পণ্য বা অনুরূপ পণ্যের জন্য গণনাকৃত মানঃ

শর্ত থাকে যে, তুলনার জন্য ব্যবহৃত মূল্যগুলি প্রয়োগ করার সময়, বাণিজ্যিক স্তরে প্রদর্শিত পার্থক্য, পরিমাণের মাত্রা, নিয়ম ১০-এর বিধান অনুসারে সমন্বয় এবং যে বিক্রয়ে বিক্রেতা এবং ক্রেতা সম্পর্কিত নয় সেখানে তার দ্বারা ব্যয় করা ব্যয়ের যথাযথ হিসাব নেওয়া হবে;

(গ) বিকল্প মানগুলি এই উপ-নিয়মের ধারা (খ) এর বিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হবে না।

(৪) যদি উপ-নিয়ম (১) এর বিধানের অধীনে মূল্য নির্ধারণ করা না যায়, তবে নিয়ম ৪ থেকে ৯ " এর মাধ্যমে ক্রমানুসারে অগ্রসর হয়ে মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৬. সুতরাং, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে নিয়ম ৩ (৪) স্পষ্টভাবে প্রদান করে যে নিয়ম ৪ থেকে ৯-এর পরিকল্পনাটি "ক্রমানুসারে" কাজ করবে।

৭. নিয়ম ৪ অভিন্ন পণ্যের লেনদেনের মূল্য নিয়ে কাজ করে, যা নিম্নরূপঃ

৪. অভিন্ন পণ্যের লেনদেন মূল্য।

(১)(ক) ৩ নম্বর বিধির বিধান সাপেক্ষে, আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য হবে ভারতে রপ্তানির জন্য বিক্রয়কৃত এবং মূল্যায়িত পণ্যের সমসাময়িক সময়ে আমদানিকৃত অভিন্ন পণ্যের লেনদেন মূল্য;

শর্ত থাকে যে, উক্ত লেনদেন মূল্য ১৯৬২ সালের শুল্ক আইনের ১৮ নম্বর ধারার অধীনে সাময়িকভাবে নির্ধারিত পণ্যের মূল্য হবে না।

(খ) এই বিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে, আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণে মূল্যায়িত পণ্যের সমান বাণিজ্যিক স্তর এবং প্রায় একই পরিমাণে বিক্রয়কৃত অভিন্ন পণ্যের লেনদেন মূল্য ব্যবহার করতে হবে।

(গ) যেখানে উপ-বিধি (১)-এর দফা (খ)-তে উল্লিখিত কোনো বিক্রয় পাওয়া যাবে না, সেখানে ভিন্ন বাণিজ্যিক স্তরে বা ভিন্ন পরিমাণে অথবা উভয় ক্ষেত্রেই বিক্রয়কৃত অভিন্ন পণ্যের লেনদেন মূল্য ব্যবহার করা যাবে। তবে বাণিজ্যিক স্তর বা পরিমাণের পার্থক্যের কারণে উদ্‌ভূত সমন্বয়সাধন করতে হবে; শর্ত থাকে যে, এই ধরনের সমন্বয় অবশ্যই প্রদর্শিত প্রমাণের ভিত্তিতে হতে হবে যা স্পষ্টভাবে সমন্বয়ের যৌক্তিকতা এবং নির্ভুলতা প্রতিষ্ঠা করে, চাই এই সমন্বয়ের ফলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাক।

(২) যদি এই বিধিমালার ১০ নম্বর বিধির উপ-বিধি (২)-তে উল্লিখিত খরচ ও শুল্কসমূহ অভিন্ন পণ্যের লেনদেন মূল্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে দূরত্ব এবং পরিবহন মাধ্যমের পার্থক্যের কারণে মূল্যায়িত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট অভিন্ন পণ্যের মধ্যে যদি উক্ত খরচ ও শুল্কে উল্লেখযোগ্য তফাত থাকে, তবে একটি সমন্বয়সাধন করতে হবে।

(৩) এই বিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে, যদি অভিন্ন পণ্যের একাধিক লেনদেন মূল্য পাওয়া যায়, তবে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য সর্বনিম্ন মূল্যটি গ্রহণ করতে হবে।

৮. উপরোক্ত নিয়মে বলা হয়েছে যে, একই সময়ে আমদানিকৃত অভিন্ন পণ্যের লেনদেনের মূল্য হতে পারে

প্রয়োগ করা হয়েছে। এটি অবশ্যই স্পষ্ট করা হয়েছে যে এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে/একই পরিমাণের হওয়া উচিত, কারণ চালানের আকারের উপর নির্ভর করে মূল্যের বৈচিত্র্য থাকতে পারে। যদি একই পরিমাণের ক্ষেত্রে বিক্রি হওয়া অভিন্ন পণ্য না পাওয়া যায়, তবে প্রদর্শিত প্রমাণের ভিত্তিতে সমন্বয়ের সাথে অভিন্ন পণ্যের বিভিন্ন পরিমাণ বিবেচনা করা যেতে পারে যা স্পষ্টভাবে যুক্তিসঙ্গততা এবং সমন্বয়গুলির নির্ভুলতা প্রতিষ্ঠা করে। দূরত্বের পার্থক্য, যা পরিবহন ব্যয়ের উপর প্রভাব ফেলে, নিয়মের অধীনে উল্লিখিত আরেকটি কারণ। শেষ পর্যন্ত এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে এই ধরনের মূল্যের সর্বনিম্ন ব্যবহার করা হবে।

৯. অভিন্ন পণ্য না পাওয়া গেলে, আমাদের ৫ নম্বর নিয়মে যেতে হবে, যা হল অনুরূপ পণ্যের লেনদেনের মূল্য।

৫ নম্বর নিয়মে বলা হয়েছেঃ-

৫, অনুরূপ পণ্যের লেনদেনের মূল্যঃ-

(১) বিধি ৩-এর বিধান সাপেক্ষে, আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য হবে ভারতে রপ্তানির জন্য বিক্রি হওয়া অনুরূপ পণ্যের লেনদেনের মূল্য এবং পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সময় বা প্রায় একই সময়ে আমদানি করা পণ্যের মূল্যঃ

শর্ত থাকে যে, এই ধরনের লেনদেনের মূল্য শুল্ক আইন, ১৯৬২-এর ১৮ ধারার অধীনে অস্থায়ীভাবে মূল্যায়িত পণ্যের মূল্য হবে না।

(২) বিধি ৪-এর উপ-বিধি (১), উপ-বিধি (২) এবং উপ-বিধি (৩)-এর দফা (খ) এবং (গ)-এর বিধানগুলি একই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

১০, যদি বিধি ৩ থেকে ৫-এর অধীনে নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তবে বিধি ৬ অনুসারে বিধি ৭ বা বিধি ৮-এর বিধানের অধীনে নির্ধারণ করতে হবে, তবে শর্ত থাকে যে, আমদানিকারকের অনুরোধে বিধি ৭ এবং ৮-এর প্রয়োগের এফ অর্ডারটি বিপরীত করা যেতে পারে। বিধি ৭ কর্তনশীল মূল্যকে বোঝায়, যেখানে বিধি ৮ গণনাকৃত মূল্যকে বোঝায়। বিধি ৭ এবং বিধি ৮-এর প্রাসঙ্গিক অংশগুলি নিম্নরূপঃ

৭. নির্ণয়মুলক মান.-

(১) বিধি ৩-এর বিধান সাপেক্ষে, যদি মূল্যায়িত বা অভিন্ন বা অনুরূপ আমদানিকৃত পণ্য ভারতে বিক্রি করা হয়, তবে মূল্য নির্ধারণের জন্য ঘোষণা উপস্থাপিত হওয়ার সময় বা তার কাছাকাছি সময়ে আমদানিকৃত অবস্থায়, আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য সেই একক মূল্যের উপর ভিত্তি করে হবে যেখানে আমদানিকৃত পণ্য বা অভিন্ন বা অনুরূপ আমদানিকৃত পণ্যগুলিতে বিক্রি করা হয়

নিম্নলিখিত ছাড় সাপেক্ষে, ভারতে বিক্রেতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন ব্যক্তিদের জন্য সর্বাধিক সমষ্টিগত পরিমাণঃ-

XXX XXX XXX

(২) যদি আমদানিকৃত পণ্য বা অভিন্ন বা অনুরূপ আমদানিকৃত পণ্য মূল্যায়নযোগ্য পণ্যের আমদানির সময় বা তার কাছাকাছি সময়ে বিক্রি না হয়, তবে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য, উপ-বিধি (১)-এর অন্যান্য বিধানের অধীন সাপেক্ষে, সেই ইউনিট মূল্যের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে, যেটি আমদানিকৃত পণ্য বা অভিন্ন বা অনুরূপ আমদানিকৃত পণ্য ভারতে আমদানির পর সবচেয়ে প্রাথমিক তারিখে কিন্তু সেই আমদানির ৯০ দিনের মধ্যে বিক্রি হয়।

(৩) (ক) যদি আমদানিকৃত পণ্য বা অভিন্ন বা অনুরূপ আমদানিকৃত পণ্য ভারতে আমদানিকৃত অবস্থায় বিক্রি না করা হয়, তা হলে মূল্য হবে সেই একক মূল্যের উপর ভিত্তি করে যেখানে আমদানিকৃত পণ্যগুলি, আরও প্রক্রিয়াকরণের পরে, ভারতে বিক্রেতার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন ব্যক্তিদের কাছে সর্বাধিক পূর্বনির্ধারিত পরিমাণে বিক্রি করা হয়।

(খ) এই ধরনের নির্ধারণের ক্ষেত্রে, প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে যোগ করা মূল্য এবং উপ-নিয়ম (১) এর (১) থেকে (৪১) আইটেমগুলিতে প্রদত্ত ছাড়ের জন্য যথাযথ ভাতা দেওয়া হবে।

৮. গণনাকৃত মূল্যঃ-

নিয়ম ৩-এর বিধান সাপেক্ষে, আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য একটি গণনাকৃত মূল্যের উপর ভিত্তি করে হবে, যার সমষ্টি হবেঃ-

(ক) আমদানিকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ এবং জালিয়াতি বা অন্যান্য প্রক্রিয়াকরণের খরচ বা মূল্য;

(খ) মুনাফা এবং সাধারণ ব্যয়ের জন্য এমন একটি পরিমাণ যা সাধারণত একই শ্রেণী বা ধরনের পণ্যের বিক্রিতে প্রতিফলিত হয় যা মূল্যায়িত হচ্ছে যা ভারতে রফতানির জন্য দেশের উৎপাদকদের দ্বারা তৈরি করা হয়;

(গ) নিয়ম ১০-এর উপ-নিয়ম (২)-এর অধীনে অন্যান্য সমস্ত ব্যয়ের খরচ বা মূল্য।

১১, নিয়মগুলির উল্লেখ সম্পূর্ণ করার জন্য, তাদের বোঝার জন্য, আমরা নিয়ম ৯-এর কথাও উল্লেখ করি, যা নিম্নরূপঃ

৯. অবশিষ্ট পদ্ধতি-

(১) নিয়ম ৩-এর বিধানের অধীনে, যেখানে পূর্ববর্তী কোনও নিয়মের বিধানের অধীনে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা যায় না, সেখানে এই নিয়মের নীতি ও সাধারণ বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং ভারতে উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত উপায় ব্যবহার করে মূল্য নির্ধারণ করা হবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এইভাবে নির্ধারিত মূল্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলাকালীন আমদানির সময় এবং স্থানে সাধারণত যে দামে এই জাতীয় বা অনুরূপ পণ্য বিক্রি করা হয় বা সরবরাহের জন্য বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হয় তার চেয়ে বেশি হবে না, যখন বিক্রেতা বা ক্রেতার অন্য ব্যবসায় কোনও আগ্রহ নেই এবং মূল্য বিক্রয়ের জন্য একমাত্র বিবেচনা বা বিক্রয়ের প্রস্তাব।

(২) এই নিয়মের বিধান অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভিত্তিতে কোনও মূল্য নির্ধারণ করা হবে নাঃ-(১) ভারতে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য;

(i) ভারতে উৎপাদিত পণ্যের ভারতে বিক্রয়মূল্য;
(ii) এমন একটি ব্যবস্থা যা শুল্ক সংক্রান্ত প্রয়োজনে দুটি বিকল্প মূল্যের মধ্যে উচ্চতর মূল্যটি গ্রহণের বিধান রাখে;
(iii) রপ্তানিকারী দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের মূল্য;
(iv) ৮ নম্বর বিধির বিধান অনুযায়ী অভিন্ন বা সদৃশ পণ্যের জন্য নির্ধারিত গণনাকৃত মূল্য ব্যতীত অন্য কোনো উৎপাদন খরচ;
(v) ভারত ব্যতীত অন্য কোনো দেশে রপ্তানির জন্য নির্ধারিত পণ্যের মূল্য;
(vi) সর্বনিম্ন শুল্ক মূল্য; অথবা
(vii) খামখেয়ালি বা কাল্পনিক মূল্য।

১২. উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবীর নিবেদন এই যে, বর্তমান মামলার তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একুশটি চালান (সরাসরি প্রশ্নে থাকা চালানটিসহ) একটি উৎস থেকে আমদানি করা হয়নি, বরং তিনটি ভিন্ন উৎস থেকে করা হয়েছিল। এই তিনটি ভিন্ন উৎসের মধ্যে, সক্ষম কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, যুক্তরাজ্যের মেসার্স ইন্সপায়ার্ড লাইটিং লিমিটেড থেকে আমদানিকৃত অংশটি সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষের নিকট থেকে আমদানি হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

যদিও এই গুলি আবেদনকারীদের দ্বারা বিতর্কিত হতে চেয়েছিল, তবে এটি সঠিক বলে ধরে নেওয়া হলেও, এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে চীন এবং স্পেন থেকে আরও দুটি উত্স থেকে আমদানি করা হয়েছিল। এই সরবরাহকারীরা সম্পর্কিত পক্ষ হিসাবে পাওয়া যায় না। সুতরাং, দূরত্ব বা অন্য কোনও পরামিতিগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় সহ এই দুটি উত্স থেকে মূল্য নির্ধারণ সর্বদা একুশটি চালানের অংশ গঠনকারী সমস্ত পণ্যের লেনদেনের মূল্য হিসাবে নেওয়া যেতে পারে।

১৩. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় দিকের বিষয়ে আরও একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, দিয়াস' এবং 'এমআন্ট্রা' ব্র্যান্ডের অ-ঘোষণা, যে পণ্যের মূল্যের সাথে সম্পর্কিত, তা হল যে ব্র্যান্ডগুলি মূল্যের পার্থক্য করার জন্য এতটা সুপরিচিত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, চীন থেকে আমদানির জন্য, 'দিয়াস' ব্র্যান্ডটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। শারীরিক যাচাইয়ের পরে পণ্যগুলি সাফ করা হয়েছিল। কার্যত, আবেদনটি ছিল যে দুটি ব্র্যান্ড সত্যিই কোনও অভ্যন্তরীণ বাজার মূল্য আকর্ষণ করে না।

১৪. এটি একটি বক্তব্য যে নিয়মগুলির ক্রমিক প্রয়োগের জন্য, পরবর্তী নিয়মগুলিতে এগিয়ে যাওয়ার আগে ৩ থেকে ৫ বিধি অনুসারে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন, এবং এটি এমন কোনও ক্ষেত্রে নয় যেখানে ৩ থেকে ৫ বিধির অধীনে মূল্যায়ন সম্ভব ছিল না।

১৫. একটি বিকল্প জমা হিসাবে, এটিও অনুরোধ করা হয়েছিল যে এমনকি যেখানে অভিন্ন বা অনুরূপ পণ্য পাওয়া যায় না, সেখানেও জাতীয় আমদানি ডাটাবেস ('এনআইডিবি') বা মূল্যায়ন বিভাগের ডাটাবেসে (ডিওভি') পণ্যের মূল্যের তথ্য পাওয়া যায়।

১৬. সংক্ষেপে বলা যায়, অন্য দুটি দেশ থেকে আমদানির ভিত্তিতে মূল্যায়ণ সম্ভব ছিল যদি ব্র্যান্ডটিকে কিছু গুরুত্ব দেওয়া হয়, এবং বিকল্পভাবে, যদি আবেদনটি গৃহীত হয় যে ব্র্যান্ডের কোনও গুরুত্ব নেই, তবে যুক্তরাজ্য থেকে একই ধরনের আলোর অন্যান্য আমদানি বিবেচনা করা যেতে পারে। এটি স্পষ্ট করা হয়েছিল যে কমলা এবং আপেলের তুলনা করার চেষ্টা করা হয়নি, বরং একটি নির্দিষ্ট জাতের আপেলকে একই জাতের আপেলের সাথে তুলনা করার চেষ্টা করা হয়েছিল, অর্থাৎ, যদি এটি একটি প্রদীপের আলো হয়, তবে এটি একটি প্রদীপের আলোর সাথে তুলনা করা হবে। এই বিষয়ে তথ্য উপলব্ধ ছিল।

১৭. আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে সীমাবদ্ধতার আবেদন সহ আরও কিছু আবেদন উত্থাপিত হয়েছিল, তবে পুনর্নির্ধারণের জন্য এটি খুব বেশি তাৎপর্যপূর্ণ নয়, কারণ আমরা এরপরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

১৮. আমাদের অবশ্যই প্রথমে এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, বৈদ্যুতিক আলংকারিক/লাইটিং সাধারণত উচ্চ ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্য নয়, ব্যতিক্রম ছাড়া। মনে হয় যে, যদিও আমদানি 'দিয়াস' এবং 'এমআন্ট্রা' ব্র্যান্ড নামে করা হত, তবুও এগুলি এমন প্রকৃতির ট্রেডমার্ক ছিল না যা এগুলিকে একচেটিয়া পণ্য করে তুলবে। এটিও প্রতীয়মান হয় যে ট্রেডমার্ক সুরক্ষার বোঝার ক্ষেত্রে কিছু মিশ্রণ হয়েছে, কারণ এটি "পেটেন্টকৃত পণ্য"-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং, তথ্য অবশ্যই উপলব্ধ ছিল, যা যুক্তরাজ্য থেকে আমদানির জন্য মূল্য অর্জনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, অভিন্ন পণ্য বা অনুরূপ পণ্য।

১৯. বিড়ম্বনার বিষয় হল, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি মনে করত যে এগুলি এমন পণ্য যেখানে ট্রেডমার্কের গুরুত্ব রয়েছে, তা হলে একই ট্রেডমার্কের অধীনে বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি উপেক্ষা করা যেত না, যেখানে কোনও সংশ্লিষ্ট পক্ষ ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই, যে দূরত্ব থেকে আমদানি করা হয়েছিল তার জন্য বা ৩ থেকে ৫ নং বিধিতে বর্ণিত পণ্যের আকারের জন্য সামঞ্জস্য করতে হত। ৭ থেকে ৯ নং বিধির উপর নির্ভর করে লেনদেনের মূল্য নির্ধারণের জন্য সরাসরি এগিয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ ছিল না। আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে ক্রমানুসারে প্রয়োগের এই নীতিটি প্রযোজ্য হবে, বিশেষত বিধি ৩-এর উপ-বিধি (৪)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে বলা হয়েছে যে বিধিগুলির ক্রমানুসারে বাস্তবায়ন করতে হবে, ১. অর্থাৎ, বিধি ৩ থেকে ৫ প্রথমে শেষ করতে হবে এবং কেবলমাত্র বিধিগুলি প্রয়োগ করতে অক্ষমতার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ বিধি ৭ থেকে ৯ আরোপ করতে এগিয়ে যাবে।

২০. উত্তরদাতার পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে যেহেতু সমবর্তী ফলাফল ছিল, তাই এই আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, এই আইনের ১৩০ই (বি) ধারার অধীনে এই আদালতে আপিলের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এবং কাস্টমস, বোম্বে বনাম সাস্তিক উলেন্স (পি) লিমিটেড এবং অন্যান্যদের রায়কে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে এটি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ

> ৯.....এই জাতীয় সত্যের প্রশ্নের সিদ্ধান্ত অবশ্যই বস্তুগত এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য উপেক্ষা না করে এবং সঠিক আইনি নীতিগুলি মাথায় না রেখে নেওয়া উচিত। এই মাপকাঠির দ্বারা বিচার করা হলে এই মামলায় ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত অপ্রাপ্য। তবে, আমরা মনে করি যে যদি কোনও সত্য অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ উপরের পরামিতিগুলির মধ্যে সততার সাথে এবং আন্তরিকতার সাথে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তবে অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের সেই প্রশ্নের আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, ১ আমাদের মতামত, না

১ ১৯৮৮ সম্পূরক এস সি সি ৭৯৬

এই ধরনের সিদ্ধান্তের আপিলে সেই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার ভিত্তি। নতুন পরিকল্পনায়, মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আবগারি শুল্কের হার বা পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সাথে জড়িত প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ট্রাইবুনেলগুলিকে কর্তৃপক্ষ এবং এখতিয়ারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অধস্তন ট্রাইবুনেলগুলি আইনের মধ্যে কাজ করে কিনা তা তদারকি করার জন্য এই আদালতে একটি আপিল প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু উপযুক্ত আদালত দ্বারা অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব হতে পারে, তাই আইনের ১৩০-ই ধারার অধীনে হস্তক্ষেপের কোনও ভিত্তি নেই, যদিও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে শুল্কের হার বা পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে, আপিলের বিস্তার সীমাহীন। কিন্তু এখতিয়ার সীমাহীন হওয়ার কারণে, এই ধরনের আপিলের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল সঠিক নীতির পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করেছে। ট্রাইব্যুনাল যদি একটি বক্তৃতা আদেশের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের সাথে সৎভাবে কাজ করে থাকে, আমাদের মতে, যদিও উচ্চতর আদালত মনে করে যে আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব, তবে আইনের ১৩০-ই ধারার ধারা (খ) এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিস্থাপনের কোনও ভিত্তি নেই।

২১. যাইহোক, আমরা এই যুক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট নই কারণ সংবিধিবদ্ধ বিধিমালা বাস্তবায়নের পদ্ধতিতে একটি মৌলিক ভুল হয়েছে বলে মনে হয়। একবার সংবিধিবদ্ধ বিধিমালা বিদ্যমান হয়ে গেলে এবং ক্রমানুসারে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হলে, মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষের সেই বিধিমালা অনুসারে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। আমরা এটিকে সরাসরি উত্তরদাতার জন্য শিক্ষিত প্রবীণ পরামর্শদাতার কাছে রেখেছিলাম, যিনি সত্যিই আমাদের বোঝাতে পারেননি, বা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি যে কেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মামলার প্রদত্ত তথ্য, বিধি ৩ থেকে ৫ উপেক্ষা করতে বেছে নিয়েছে এবং 'ক্রমানুসারে' এগিয়ে যায়নি।

২২. পূর্বোক্ত আলোচনার ফলাফল হল, নতুন দিল্লির শুল্ক বিভাগের প্রধান কমিশনারের (প্রতিরোধমূলক) আদেশ, তারিখ ৩০.৩.২০১৭, সেইসাথে সি ই এস টি এ টি-এর আদেশ, তারিখ ৬.১১.২০১৭, উভয়ই বাতিল করার যোগ্য, এবং বিষয়টি কাস্টমসের প্রধান কমিশনারের (প্রতিরোধমূলক), কাস্টমস, নয়াদিল্লির কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে, আমাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিষয়টি নিয়ে নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উপরোক্ত, এবং এইভাবে, এটি ৩ থেকে ৫ বিধি যা প্রথমে প্রয়োগ করতে হবে, কারণ এটি বিধিগুলি "ক্রমানুসারে" প্রয়োগ করার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

২৩. আমরা এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে যেহেতু আমরা আপিলকারীর দ্বারা উত্থাপিত অন্যান্য আবেদনে যাইনি, তাই সমস্ত আবেদন আপিলকারী দ্বারা উত্থাপিত হতে পারে

যা আইনানুগভাবে আপিলকারীর জন্য উপলব্ধ, এবং সেই একই বিষয় যোগ্যতার ভিত্তিতে মোকাবিলা করা হবে।

২৪. তদনুসারে আপিল অনুমোদিত হয়, পক্ষগুলিকে তাদের নিজস্ব খরচ বহন করতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অঙ্কিত জ্ঞান *আপিল অনুমোদিত।*

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu